আমঝুপিতে মুক্তিযোদ্ধা আজের আলীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

মেহেরপুর সদর উজেলার আমঝুপির ঈদগাহ পাড়ার মুক্তিযোদ্ধা আজের আলীর মরদেহ রাষ্ট্রযি মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০ টার দিকে মরদেহের জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার আগে মরহুমদের মরদেহকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। পুলিশের একটি চৌকষ দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এসময় বিউগলের করুণ সুর বেজে উঠে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মাসুদুল আলম রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহন করেন। এসময় সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধারা মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ মেয়ে সহ অসংখ্যা গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন। -আমঝুপি প্রতিনিধি

গাংনীতে ডিজিটাল হাজিরায় অ্যানালগ দুর্নীতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ১৪০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত দুই মাস আগে কেনা হয় বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন। প্রতিটি মেশিনের মূল্য ৬ হাজার টাকা করে হলেও ভাউচার দেখানো হয়েছে কোনটিতে ১২ হাজার আবার কোনটিতে ১৫ হাজার টাকা।

হিসাব মত ১৪০টি বিদ্যালয়ের মেশিন গুলোর দামহতো ৯ লাখ টাকা সেখানে অতিরিক্ত ১২ লাখ টাকা খরচ দেখানো হয়েছে।

আর এই অতিরিক্ত টাকাটা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে পটেস্থ করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে উপজেলা শিক্ষা অফিসার গুটি কয়েক শিক্ষক নেতা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বায়োমেট্রিক ডিভাইস কোম্পানীর প্রতিনিধি এর সাথে জড়িত আছেন।

সরকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। সে মোতাবেক চলতি বছর প্রতিটি বিদ্যালয়ে ¯◌িøপ বাবদ ৫০-৮০ হাজার টাকা বরাদ্ধ দেয়।

এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটি সিন্ডিকেট সরকারি টাকা লুটপাটের পায়তারায় ব্যাস্ত।

এদিকে দুইমাস আগে মেশিন গুলো স্থাপন করা হলেও এখন পর্যন্ত সেগুলো চালু করা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি মেশিনে আরও চার হাজর টাকা করে খরচ করলে মেশিনগুলো চালু হতে পারে বলে জানিয়েছেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

গাংনীর বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, বায়োমেট্রিক মেশিন গুলো অচল হয়ে পড়ে আছে।

এ বিষয়ে ডিভাইস কোম্পানি জেড কেটি’র বিক্রয় প্রতিনিধি ওয়াহিদুজ্জামান সোহাগ বলেন, মূল ডিভাইসের দাম ৬৫০০ টাকা। ভাউচারে ১২ হাজার টাকা দেখানো হয়েছে অন্যান্য সেটআপ খরচ সহ।

এ বিষয়ে বাঁশবাড়িয়া মাঠপাড়া সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এমদাদুল হক মিন্টু

জানান, আমরা বায়োমেট্রিক মেশিন সম্পর্কে খুব একটা বুঝিনা। আমাদের যেভাবে বলা হয়েছে আমরা সেভাবে কাজ করেছি। মেশিন কেনার সাথে যে দুর্নীতি হয়েছে সেটা সম্পর্কেও আমি তেমন কিছু জানিনা।

বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নরুন নাহার বলেন, শিক্ষক নেতারা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার যে ভাবে বলেছে আমরা সেভাবে কাজ করেছি। মেশিন এখনো চালু হয়নি কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন এই ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা।

চৌগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আব্দুর রকিব জানান, বায়োমেট্রিক হাজিরার জন্য যে মেশিন কেনা হয়েছে তাতে সে কাজ হবে না। এটি চালু করতে আরও কিছু যন্ত্রপাতি যোগ করতে হবে।

অকেজো মেশিন কেনা হয়েছে কেনো এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, শিক্ষক নেতাদের আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান বলেন, বায়োমেট্রিক মেশিন কেনার বিষয়ে প্রতিটি স্কুল জানে। অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন এ বিষয়ে আমি কিছু জানিানা। অকেজো মেশিনগুলো কেনো কেনা হলো এবং এটি কিভাবে চালু হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এবিষয়টি স্কুলগুলো দেখবে। মেশিন কেনার দুর্নীতির বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে ফোন কেটে দেন।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ফজলে রহমান বলেন, আমি এ জেলায় যোগদান করার আগে মেশিন গুলো কেনা হয়েছে, সেগুলো এখনো চালু হয়নি। এই মেশিনগুলো ডিজিটাল ভাবে চালু করতে আরও কিছু যন্ত্র যোগ করতে হবে। সে যন্ত্রগুলো কিনতে আরও ৪ হাজার টাকা খরচ হবে।

দুর্নীতি হয়েছে স্বীকার করে নিয়ে ফজলে রহমান বলেন, তবে এই অতিরিক্ত টাকা গুলো দিতে হবে যারা মেশিন কেনার দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদের। দুর্ণীতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার কাছে কোন লিখিত ভাবে অভিযোগ আসেনি। তারপরও আমি বিষয়টি শুনেছি। যারা দুর্নীতির সাথে জড়িত তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও মেশিন গুলো চালু করতে যা খরচ হবে সে খরচ দুর্নীতির টাকা ফেরত দিয়ে পুশিয়ে দিতে হবে।

:মতুর্জা ফারুক রুপক

মুজিবনগরে আমন ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা, দাম নিয়ে

শঙ্কা

মেহেরপুুরের মুুুজিবনগর উপজেলার মাঠ জুড়ে এখন শুধু সোনালী রোপা আমন ধানের ঢেউ। ধানের মিষ্টি গন্ধে মুখরিত এলাকা। ধান গুলিতে সবুজ থেকে সোনালী রংয়ে রূপ নিয়েছে। আর কিছু দিন পরেই শুরু হবে রোপা আমন ধান কাটা।

অনাবৃষ্টির কারনে এ বছর রোপা আমন নিয়ে কৃষকের মনে কিছুটা আশঙ্কা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এখন ধানের বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা। মাঠের যে প্রান্তে দৃষ্টি দেয়া যায়না কেনো, ধানের রূপই বলে দিচ্ছে রোপা আমনে এবার আশানুরূপ ফলন হবে। তবে ধানের ভালো ফলন হলেও দাম নিয়ে হতাশায় আছেন এই অঞ্চলের কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এ বছর মুজিবনগর উপজেলায় ৩ হাজার হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধানের চাষ হয়েছে। এই জমি থেকে প্রায় ৩ হাজার ৯ শ মেট্রিক টন চাউল উৎপাদন হবে বলে ধারনা করছে উপজেলা কৃষি বিভাগ।

উপজেলার স্থানীয় কৃষকরা বলছেন, মুজিবনগর থানা উচুঁ ও কম বৃষ্টিপাতের এলাকা হওয়ায় এই অঞ্চলে অন্যানো ধানের চাষাবাদ তেমন হয়না। বেশিরভাগ মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভর করে শুধু বর্ষা মৌসুমে রোপা আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে।

যদিও এ বছরের শুরুতে আবহাওয়া অনুকূলে থাকলেও ধানের ভরা মৌসুমে অনাবৃষ্টি ও খরার কারনে রোপা আমনের চাষ নিয়ে ছিলো হতাশা। তবে শেষ পর্যন্ত রোপা আমন ধানের আশানুরূপ ফলন হতে যাচ্ছে। এদিকে উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য না থাকায় বাম্পার ফলনেও কৃষকের মনে রয়েছে হতাশার চিহ্ন।
উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের ধানচাষী হাসিনা খাতুন মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, এ বছর আমরা উপজেলা কৃষি অফিসের পরামর্শ অনুযায়ী রোপা আমনের চাষ করেছি আল্লাহর রহমতে ধানও ভালো হয়েছে। তবে প্রতি বছর সরকার কর্তৃক ধানের মূল্য নির্ধারিত করে দিলেও তৃণমূল চাষী পর্যায়ে সঠিক মূল্য না পাওয়ায় চাষীদের লোকসান গুনতে হয়।

তাদের অভিযোগ, ‘সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় করলে বিগত দিনের ক্ষতি পুষিয়ে এই অঞ্চলের কৃষকরা কিছুটা লাভের মুখ দেখবে।’

বাগোয়ান গ্রামের ধানচাষী আনিসুর রহমান বলেন, প্রায় কৃষকই ব্যাংক ও বিভিন্ন এনজিও থেকে লোন নিয়ে রোপা আমনের চাষ করেছেন। বর্তমানে ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় হয় ধান বিক্রয় করে সে টাকা আয় হয় না। তাই এ বছর ধানের আশানুরূপ ফলন হলেও দাম নিয়ে কৃষকদের মনে সংশয় রয়েই গেছে ।

এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসিজ্জামান খান মেহেরপুর প্রতিদিন কে বলেন, এ বছর মুজিবনগর উপজেলায় লক্ষমাত্রা কম জমিতে ধানের চাষ হয়েছে। কৃষি অফিসের পরামর্শে রোপা আমন ধানের চাষ করায় ফলনও আশানুরূপ ভালো হয়েছে।

দামের বিষয়ে তিনি বলেন, সরকার কর্তৃক ধানের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও তৃণমূল কৃষকরা তা পায় না। আরও একটা কারন এলাকায় কোন মিল না থাকার কারনে ও কৃষকরা ন্যায্য দাম পায়না।

কৃষকদের নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয় করা হলে এই অঞ্চলের কৃষকরা লভবান হবেন, পাশাপাশি আগামীতে রোপা আমন ধানের চাষ আরো বৃদ্ধি পাবে বলেও জানান তিনি।

রেজাউল করিম, মুজিবনগর

মুজিবনগরে ২৫ বোতল ফেন্সিডিল সহ একজন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ কামাল নামের একজনকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

গত সোমবার রাতে আনন্দবাস গ্রামের ফরিদপুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক কামাল ওরফে অটো আনন্দবাস গ্রামের মৃত সলি বিশ্বাসের ছেলে।
মেহেরপুর ডিবি পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামে অভিযান চালিয়ে কামাল নামের একজনকে আটক করা হয় । এসময় তার কাছে থেকে ২৫ বোতল

ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। এ ব্যপারে মুজিবনগর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।
- মুজিবনগর অফিস

আমঝুপি প্রজন্ম সংগঠনের বৃক্ষরোপন কর্মসূচী

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের বিভিন্ন সড়কের দু’পাশে, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, মসজিদ, কবরস্থানের পাশে আমঝুপ প্রজন্ম সংগঠনের উদ্যোগে ১০০টি বকুল গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চারা রোপনের উদ্বোধন করেন।

প্রজন্ম সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মোঃ জহুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিশু কিশোর সংস্কৃতি ও নাট্য সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আসাদুজ্জামান (লিটন), “আমাদের আমঝুপি” সংগঠনের মুখপাত্র মিরাজ আহমেদ, সাংবাদিক শহিদুল ইসলাম । এসময় প্রজন্ম সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রজন্ম সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রযাত প্রধান শিক্ষক মরহুম মামুন ইসলাম মুকুলের বিদায়ী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য এ কর্মসুচী গ্রহন করা হয়।
-আমঝুপি প্রতিনিধি

মেহেরপুরে নকল সিরাপ তৈরির কারখানাসহ ফেন্সিডিল জব্দ – আটক ১

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে নকল যৌন উত্তেজক সিরাপ তৈরির কারখানা বন্ধ করা হয়েছে। সেই সাথে কারখানার মালিক রানাকে আটক করা হয়েছে। রবিবার রাত ৭ টার দিকে অতিরক্তি পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মেহেরপুর শহরের মল্লিক পাড়া কবি নজরুল স্কুল সড়কে বাবুর স্ত্রী শিল্পি খাতুনের নির্মানাধীণ বাড়িতে এ নকল সিরাপ তৈরির কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে পুলিশের দাবি এই বাড়ি ভাড়া নিয়ে কারখানা তৈরি করেছিল নজরুল ইসলাম ওরফে নুজুর ছেলে রানা।
সে এই কারখানায় দির্ঘদিন ধরে নকল সিরাপ তৈরি করে মেহেরপুর সহ আশেপাশের জেলা গুলোতে সাপ্লাই দিয়ে থাকে। শুধু সিরাপই না এই সিরাপের বোতলে ফেন্সিডিল ঢুকিয়ে বিক্রি করতো রানা। এসময় বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ তল্লাশি করে নকল সিরাপ তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী, মেশিন, খালি বোতল, সিল, লোগো ও ফেন্সিডিলের খালি বোতল উদ্ধার করা হয়।
এর আগে শনিবার দিবাগত রাতে রানা পিতা নজরুল ইসলাম নুজুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩ বোতল ফেন্সিডিল ও অসংখ্য ফেন্সিডিলের খালি বোতল উদ্ধার করা হয়।
অভিযান শেষে মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা সংবাদ পাই বাবুর স্ত্রী শিল্পি খাতুনের নির্মনাধীণ বাড়িতে অবৈধভাবে বিভিন্ন নকল যৌন উত্তেজক সিরাপ তৈরি করা হয়। রবিবার রাত ৭ টার দিকে মেহেরপুর ডিবি পুলিশকে সাথে নিয়ে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে নকল সিরাপ তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী ও মেশিন উদ্ধার করা হয়। শহরের মল্লিক পাড়ার নজরুল ইসলাম নুজুর ছেলে রানা এই কারখান পরিচালনা করতো। এই কারখানার তৈরিকৃত সিরাপ মেহেরপুর সহ বিভিন্ন জেলাতে বিক্রি করতো। সিরাপ বিক্রির পাশাপাশি বোতলে ফেন্সিডিল ঢুকিয়ে বিক্রি করা হতো।
শুধু রানা একা না এর সাথে জড়িত থাকতে পারে তার পিতা নজরুল ইসলামও। শনিবার দিবাগত রাতে নজরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৩ বোতল ফেন্সিডিল ও অসংখ্য খালি বোতল উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় রানাকে আটক করা হলেও তার পিতা নজরুল ইসলাম নুজু পলাতক রয়েছে।
নকল সিরাপ তৈরির কারখানা যে বাড়িতে পাওয়া যায় সে বাড়ি মালি বাবুর স্ত্রী শিল্পী খাতুন। এ ঘটনায় শিল্পীকে পাওয়া না গেলেও স্থানীয়রা জানান শিল্পী মুজিবনগর উপজেলার গৌরিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক। শিল্পীর বাড়ি ভাড়া নিয়ে রানা নকল সিরাপ তৈরি করতো।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম, সেকেন্ড ইন চার্জ মেজবাহ রহমান, এস আই জসিম, এস আই মামুন, এ এস আই ইব্রাহীম বিশ্বাস, এএসআই মনির।

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে শিক্ষক আকরামুল হক আর নেই

মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজী শিক্ষক আকরামুল হক (৮৭) বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) ।

তিনি আজ রবিবার সকালে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩ ছেলে, ২ মেয়ে, ছাত্র ও বহু গুনাগ্রাহী রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, শিক্ষক আকরামুল হক ১৯৯৪ সালের মেহেরপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষক হিসেবেই অবসর নেন। আজ বাদ মাগরিব সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে কলেজ মোড় পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

মেহেরপুরে ব্র্যাক কর্মকর্তার মোটরসাইকেল ছিনতাই

মেহেরপুরের ব্র্যাক কর্মকর্তা জাহিদ হাসানকে কুপিয়ে মোটরসাইকেল ছিনতাই করে নিয়েছে। রবিবার ভোরের দিকে মেহেরপুর আহমদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ এর কাছে এ ঘটনা ঘটে।পরে ব্র্যাক কর্মকর্তা জাহিদ হাসানকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

আহত ব্র্যাক কর্মকর্তা কুষ্টিয়া কুমারখালী উপজেলার খয়েরচারা গ্রামের দীন মোহাম্মদের ছেলে। আহত জাহিদ হাসান যশোরের কেশবপুর ব্র্যাক অফিসের প্রোগ্রাম অফিসার।

খোজ নিয়ে জানা যায় রবিবার ভোরের দিকে তিনি হোন্ডা (সাইন ১২৫ সিসি) মোটরসাইকেল যোগে কর্মস্থলে উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তিনি আহমদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ এর কাছে পৌছালে ছিনতায়কারীরা তার গতিরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তার মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা জাহিদ হোসেনকে জখম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দিয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে। অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় দায়িত্বরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করে।

বিএনপি সরকার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেশ চালাতো…. ফরহাদ হোসেন

বিএনপি সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেশ চালাতো। তারা কখনো জনগণের উন্নয়ন চিন্তা করতো না। খালেদা জিয়ার সরকার

এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎও উৎপাদন করতে পারেনি। কিন্তু বর্তমান সরকার ২২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। মানুষ এখন শান্তিতে বসবাস করতে পারছে। চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ লাইনের সংযোগ উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন।

এছাড়াও তিনি বলেন বর্তমান সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বিশ্ব নেতারা এখন শ্যালুট করছে। শেখ হাসিনার সঠিক নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত।
মেহেরপুরের নতুন বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ সম্পর্কে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, একটু ঝড় বৃষ্টি হলে আমাদের মেহেরপুরে মানুষ বিদ্যুৎ থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত। মেহেরপুরের ১৬ হাজার গ্রাহককে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দিতে নতুন লাইন সংযোগ করা হয়েছে। এখন আর ছোটখাটো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মেহেরপুরের মানুষ বিদ্যুৎ বঞ্চিত হবে না। আপনারা সঙ্গে থাকলে ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে আমাদের বাংলাদেশ।
নতুন লাইন সংযোগ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন, ওজোপাডিকো ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ শফিক উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ওজোপাডিকো মেহেরপুরের নির্বাহি পরিচালক কাজী আব্দুল আজিজ। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, মেহেরপুর পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি প্রমুখ।

নিজস্ব প্রতিনিধি

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের আশা বিদ্যুৎ বিভাগের

দীর্ঘ ৪৪ বছর পর ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্টিবিউশন কোম্পানী মেহেরপুর ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র নতুন ভাবে ৩৩ কেবি হাই ভোল্টেজের লাইন সংযোগ চালু হচ্ছে আজ।

১৯৭৫ সালে মেহেরপুরে প্রথম বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন হয়।

সেই তার দিয়ে এত দিন পৌর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়ে আসছিল। এতে চরম বিদ্যুৎ বিভ্রান্তিতে পড়তে হতো গ্রাহকদের। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে পৌর এলাকার ১৬ হাজার গ্রাহকের।

চুয়াডাঙ্গা ওজোপাডিকো উপ-কেন্দ্র থেকে ৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ ৩৩ কেবি নতুন লাইন মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা সড়কের পাশ দিয়ে মেহেরপুর ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রে যুক্ত হচ্ছে। নতুন এই লাইনটি ৮ কোটি ২৭ লাখ টাকা ব্যায়ে নির্মিত হয়েছে।

মেহেরপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র ওজোপাডিকোর নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী আব্দুল আজিজ জানান, মেহেরপুর পৌরবাসীকে ৪৪ বছর আগের তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো। এতে আমরা তাদের নিরবিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারতাম না। ঝড়, বৃষ্টি সহ যে কোন দূর্যোগের সময় ৩৩ কেবি পুরাতন লাইনে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতো।

লাইনটি মাঠের মধ্যে দিয়ে আসায় সমস্যা খুজতে আমাদের লাইনম্যানদের দীর্ঘ সময় ও নানা প্রকার সমস্যার সন্মুখিন হতে হয়েছে। আশা করি নতুন ৩৩ কেবি লাইন যুক্ত হওয়ায় এধরনের সমস্যা গুলো আর থাকবে না। তিনি আরো জানান, বর্তমানে আমাদের দুটি ৩৩ কেবি লাইন চালু রয়েছে।

আমরা এখন থেকে নতুন লাইনে পৌর এলাকার গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ করবো। নতুন লাইনে কোন ধরনের সমস্যা দেখা দিলে পুরাতন লাইন দিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। এতে মেহেরপুর পৌরবাসীকে আমরা নিরবিচ্ছন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবো। আগে আমরা বিদ্যুৎ লাইন মেরামত ও গাছের ডাল কাটার জন্য সকাল থেকে দুপুর পর্ষন্ত বিদ্যুৎ বন্ধ রাখতাম।

এখন থেকে এগুলো আর করা লাগবে না। আমাদের মেহেরপুর ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ উপ- কেন্দ্রে সার্বক্ষনিক দুটি লাইনে ৩৩ কেবি বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকবে। বর্তমানে নতুন লাইনে গ্রাহকরা ভোল্টেজ ও বেশী পেয়ে থাকবেন।
ওজোপাডিকো সূত্রে জানা গেছে, আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুর শহরের ওয়াপদা মোড়ে অবস্থিত ওজোপাডিকো বিদ্যুৎ সরবরাহ উপ কেন্দ্রে ৩৩ কেবি নব নির্মিত নতুন লাইনের উদ্বোধন করবেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুল।

এতে আরো উপস্থিত থাকবেন ওজোপাডিকোর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো: শফিক উদ্দিন সহ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক